প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
অমরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী
৩নং, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

মা, ও বাবুকে।

ভূমিকা

আমি "ছাড় পত্রের" কবি সুকান্ত নই, কবিতা ভাল লাগে পেলেই পড়ে নেই, যখন বুঝতাম না তখনকার নেশা। আজ দীর্ঘ কুড়ি বছর পেরিয়ে একুশে পরিচয় হল "রক্ত তিয়াস" এর সাথে। নাম করনের জন্য আমি পাগল হয়েছি, কোন কিছুই পছন্দ হয় না। ঐ দিকে নামের লাইন পড়ে গেছে, বন্ধুদের সব কিছুই প্রত্যাখ্যান করলাম।

অধ্যাপক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্নেহ এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগিত করা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে আরও নতুন নতুন কবিতা সংযোজিত করে আরও পরিবর্ধিত ক'রব। জীবনের তিয়াস মেটাবার জন্যে আমি আজ কখন ময়দানে, কখন প্রচণ্ড গুলির মধ্যে, কখন সি, আর পির গাড়ির মধ্যে কিংবা রাস্তায় পাইপ গান নিয়ে ও মত্ত হয়ে উঠেছি। আমি আজ বাংলার প্রতিটি অণু পরমাণুতে মিশে গেছি। শুধু বন্ধুদের জন্যে আমি বারুদের কারখানা থেকে বন্দীর বন্দী-শালায়।

আমি তোমাদের বন্ধু, তোমরা ভুলো না। পরিশেষে, যাঁদের জন্যে বই খানি লেখা হল তাঁরা আনন্দ পেলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র রায়চৌধুরি এই পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন একুশ বছরের অভিজ্ঞতা, শুধু উত্তেজনার এবং তাজা রক্তের।

ইতি—

বিধান দত্ত

রণক্লান্ত

প্রিয় কম্‌রেড, রক্ত পতাকা তলে
সমাসীন দলে দলে।
বুভুক্ষু নরনারীর অশ্রু
আকুলি ব্যাকুলি চলে
ওহে কম্‌রেড রক্ত পতাকাতলে।
বোমা বারুদের দিনে শাশ্বত বাণী
ডুবেছে অতল সাগরে
আকাশে বাতাসে পাতালে পাতালে
ফেনিয়া উঠিছে ভরে।
ঐ দেওয়ালে টাঙা'ন নরমাংসের
নর রক্তের ছাপ,
দেখেছ কি তার জ্বালাময়ি প্রাণ
শুনেছ কি সংলাপ?
তোমার এ বাণী শূন্য রক্তের নামান্তর,
তুমি তো ভীরু মৃত্যুকে কর পর
বীরের কর্ম ওরে বীর রক্তে হাসি
বীরাশ্রু ভাষি মৃত্যুর অভিলাষী।
আমি উন্মাদ আমি উল্কা
আমি সবার সর্বনাশী॥
শিশু পুত্র কোলে করি শিশু মাতা কাঁদে
আছড়িয়া ভূমিতলে,
তখনও বারুদ স্টেনগান
রাস্তার পরে চলে।

যন্ত্রণায় কেহ হয়েছে-কাতরা
রক্ত স্রোতের ধারা
কেউ গলি পথে কেউ কানা ড্রেনে
অসহায় ছিল যারা
শুধু তারা।
কি হবে শুনিয়া বাণী
তাই সংগ্রামী মন আনি,
দেখিয়া শুনিয়া হয়ে গেছি উন্মাদ,
নটবর আমি ডুমুরের ধ্বনি
হিংসার আমি কালকূট ফণী।
তাথৈ তাথৈ তালে করতালি দিয়ে
হাসি উন্মাদ হাসি।
আমি সবার সর্বনাশী।
আমি শয়তান, আমি জ্বালাব আগুন,
আমি দুর্বাসা, আমি ঝরাব খুন,
আমি লেনিন। আমি মার্কস
এঙ্গেল্‌স আমি, আমি মাও-সে-তুঙ্,
আমি স্তালিন, আমি চার্চিল
ইতিহাস আমি, আমি তৈমুরলুঙ্।
আমি বিশ্বাস করি মেহনতী প্রাণ,
আমি এ রাজ্যে আনিব শ্মশান
শৃগাল কুকুর গৃধিনীর গান
গোপনে শোনাব আজ,
আমি গোপনে মারিব কুলিশের তান
আমি ইন্দ্রকে মারি বাজ।
সংগ্রাম সংগ্রাম তার নাহি অবসান।

আমি ঘোষণা করিব মহাসমরের
নহে এ হৃদয় কোন্দল
সংগ্রাম তাই
জাগায়ে তুলিবে কল্লোল।
আমি প্রশান্ত নহি যে শান্ত
অশান্ত হয়ে আসি,
আমি আটলান্টিক, জিব্রাল্টার আমি
আমি বিপদের মাঝে হাসি।
আমি হিমশৈল মহাসাগরের মাঝে
রহিব ছলনার এক রূপে
আমি টাইটানিক সৈকত হতে
যাত্রির দল লুপে।
আমি হিংস্রুক ক্ষ্যাপা ভোলানাথ
আমি সংহার করি হাতে,
আঘাত হানিব মহাসাগরের
হিম শৈলের সাথে।
আমি স্টেনগান ধরিব গোপনে
বুলেট সাজাব কোটিতে,
মৃত্যুকে আমি গিলিয়া রাখিব
ওরে রক্ত ঝরাব চিতে।
আমি দুর্বার আমি বর্বর
আমি সভ্যের অতি সভ্য
আমি বস্তির ঐ গন্ধ ময়লা ওরে
যায় না যে কহতব্য।
আমি জারকে করেছি উৎখাৎ,
আমি হিটলার আমি মুসোলীন

আমি নাদেঝদা আমি লেনিন,
আমি সুভাষ বোসের ধর্মে
আমি মূর্ত্তিকে করি ধিক্কার
শুধু জ্বলে যায় যেন মর্মে।

আমি তথ্য রেখেছি দ্বন্দ্বের
হিংসার আমি বিভীষণ
রাক্ষস আমি, আমি চণ্ডাল
আমি গলিত মাংস গন্ধের।
আমি বাঁধাব প্রলয় রণ।

ঐ হিংসার এক ধর্মে
শুধু জ্বলে যায় যেন মর্মে।
আমি প্রমীলার বেশে সেজেছি আজিকে
আমি মন্ত্রীকে করি সংহার
আমি নারী রূপে করি ধ্বংস
করিব আজিকে ছাড়্খার।

আমি ছাড়িব না কারো
আছড়িয়া মারি নারী
আমি বক্ষে বসাব গুপ্তির ফলা
আমি ভীষণ পাপাচারী।

আমি পিতাকে আনিব সমরে
আমি মাতাকে নারিব ঘরে
আমি শিশুর ধরিব ঝুঁটি
তাদের রুধির ঝরাব থরে।
আমি উন্মাদ বিকট আমার হাসি।
আমি সবার সর্বনাশী।

আমি নিশ্চল আমি হিমালয়
আমি আগ্নেয়গিরির ভস্ম
আমি পোড়াব সবারে আগুনে দহিয়া
আমি এক মহারহস্য।
আমি ভীষণ কে করি তুচ্ছ
আমি ভীরুতাকে করি ঘৃণা
আমি শয়তান মারি আসমানে
আমি উচ্ছল হাসি না।
আমি মৃত্যুকে বলি ছলনা,
আমি উন্মাদ ঐ শয়তানে শুষি রক্ত
আমি কাপালিক বেশে তান্ত্রিক হব
আমি চণ্ডালে হব ভক্ত।
আমি চীৎকার করি দুনিয়ার কাশে
তাও করি মাঝে ভস্ম
আমি পোড়াব সবারে অনলে দহিয়া
আমি এক মহারহস্য।
আমি হিংসাকে দেখি শান্তির রূপে
আমি ছন্নছাড়ার মত
আমি বিপ্লবে দেখি শাশ্বত বাণী
আমি রুধির ঝরাতে রত।
আমি বুঝি না ও সব পাগলের মত
চেয়েছি করিতে ভস্ম
তবু পারি না সহিতে বহ্নির জ্বালা
আমি ভীষণ রণক্লান্ত।

প্রার্থী

জন্মেই যদি মৃত্যুর বাসা বাঁধি
তবে কি প্রয়োজন পৃথিবীর মুখ দেখা,
তবে কেন কটা মাস যন্ত্রণা পেল
কি প্রয়োজন নারীর যন্ত্রণাতে মরা।
সেই অতীতের কটা মাস
কি দুর্গন্ধ মলমূত্রের দেশে
অন্ধকারের এক গোপন কক্ষেতে।
কত আশা ছিল।......
ঐ হতভাগী স্বপ্ন দেখেছে,
ভবিষ্যতে একদিন আলোর রাশি নিয়ে
হায়! শাশ্বত নয় যেন ঘূর্ণ বায়ু॥
ক্ষণিকে ক্ষণিকে আবর্ত্তেরই করে খেলা।
মনে আছে সেই একদিন
যেদিন পূঁজ রক্ত ত্যাগ করে
তোমাদের কাছে আসি ফিরে।
এখানেও দেখি আরও যন্ত্রণা
এখানে প্রার্থী অনেক
আমার হ'ল না স্থান।
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম শুধু একদিন
দেখি মিশে বিশৃংখলা—ভিড়ে।
চেয়েছিলাম আপ্রাণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা
তবু হল না একটু স্থান,
সব ঠেলে দিল।
তাই গেলাম সবার শেষে
কি অন্ধকার! এটাও যন্ত্রণাময় রাজ্য
এখানে অনেক জনের ভিড়

স্ফুলিংগ

কালের আঁধার ঐ উঠিছে ফুলিয়া
নিষ্ঠুর প্রচণ্ড আঘাত আর
চরম পরিহাস, আমাকে ডুবাইছে
এ তো কালের আঁধারে।

আহতের আর্তনাদ রজনীর শেষ
এই তো গতির পরশ, কালের করাল,
চক্র কেবল ঘূর্ণমান আমি তার মাঝে।

অসম এ যাতনা নীরবে সহেছি
অসহায় মুক, নীরব দর্শক।

দিন দিন এ যাতনা কার তরে লাগি
কহিতে পারিব।

নারি আর সিক্ত আঁখে আপনি রহিতে
দুর্বলের মত।

উপহাস উপেক্ষা, অনাহার, সহস্র
যন্ত্রণা কহ কেমনে সহিব !

কহ মোরে, কার তরে লাগি শোনাতে পারিব।

বিধি মোরে ভব করে পাঠাইলা কেন ?
কেন মোরে অকারনে দানিতেছ ব্যাথা,
কেন মোরে দিয়াছ তৃষ্ণা
এ ভব মন্দিরে।

অসম যাতনা আঁখে আহা দেখি অহরহ,
এই কুলে আর আমি রহিতে না পারি
লও মোরে অন্য তীরে
অন্য তরী আন।

অকারণে চক্র মাঝে কেন পড়ি রব
লও তুমি তুলে মোরে
অন্য তরী আন।

সংশয়

তুমি বিধি মোর উচ্ছল হাসি
তুমি বেদনার জয় রাশি।
তুমি পাঠায়েছ এই ধরণীর বুকে মোহ প্রেম ভালবাসা
তুমি কি তাদের দেখেছিলে প্রাণ শুনেছিলে কোন
ভাষা ?
তাদের হৃদয়ে পাঠায়েছ তুমি মহতের জয়গান
তোমার আশীষে বরিয়াছে সেই মরনের আহ্বান।
কত বসন্ত কত যে শীত কত গ্রীষ্মের গানে
তাদের উঠিছে হৃদয় বেদনা জাগতিক অভিমানে।

আমিতো দেখেছি তাদের হৃদয়ে
কালি মাখা দেহখানা,
সিক্ত নয়নে দেখেছি তাদের
পড়ে নাকো পেটে দানা।
আমি তো বুঝেছি হৃদয় তাদের
হয়ে গেছে খান খান
তুমি কি তাদের দানিয়াছ কিছু
শুনিয়াছ অভিমান ?
কণ্ঠ আমার হয়েছে রুদ্ধ
বাহু মোর নিশ্চল
রুধির আমার হয়েছে উষ্ণ
মহা বেগে ছল্ ছল্।
জীবনের জ্বালা জুড়াইতে—
সংশয় আর সন্দেহে ডুবে মরি আমি কভু,
তাই সব ছেড়ে যন্ত্রণা পাই
দুর্বল তাই প্রতিকার নাই,
তাই উচ্ছলি শুধু হাসি
যেন উন্মাদ ভয় রাশি।

বিস্ফোরণ

বার বার গোপনে করেছ ইঙ্গিত
হিংসার তপ্ত বাহু খানি আজও
সাক্ষ্য দিবে সত্যের আদালতে,
যেখানে তুমি করেছ কর্পদকতা
বুনেছ মিথ্যার জাল
হয়রান করেছ শঙ্কাহীণ যৌবনকে,
শুধু নীড় দেখেছি।
প্রতিটি রন্ধ্র তার ছলনার ভয়ঙ্কর
বিভীষিকা ময়ি সুত্র,
এঁটে আছে কত ইতিহাস।
কত জীবনের স্মৃতি,
ভরে আছে যৌবনের অকুণ্ঠ বেদনা
বহু বহু জীবনের।
নিদারুণ হতাশা পুঞ্জীভূত
অর্ন্তলীন ফেনিল হুংকার,
তুমি সেই হিংস্র নারী,
ভীষণের ছলনা ভূমিকা তোমার।
তোমার কপর্দকতা, তোমার
রূপ ভোলানি অবভাষিক
মুখোশ। নিঃশেষে ভেঙ্গে
চুড়মার হয়ে যাবে।
আমার এক টাইম বোমে।

বুঝবে না আমার কোন পরিচয়।
আমি কি! আমি কোথায়!
আমি কেমন।
শুধু চেতনাতে যাবে ডুবে, বুঝবে
তোমার ছলনা।
বুঝবে কপর্দকতার কথা
আমার বীভৎস
বিস্ফোরণের মুখে।
বঞ্চনা ত্যাগ কর। সামনেই ঘটবে
সময়ের বিকট প্রলয়ংকরী শব্দ।

আদালত

গণহত্যার প্রতিবাদ আজ নিক্তির আদালতে
বিস্ফোরণের চরম উৎসব পুঞ্জীভূত
নিপীড়িত আর শোষিতের হাত সহজে সমুদ্যত।
আজ তাই লিখে রাখি ইতিহাস
এ রচনায় থাকবে না অভিলাষ।
যারা জীবনের পথ রচনা করেছে মিনারের শিরে
পরিচয় শুধু রেখে যাব তলায় জ্বালিয়ে অগ্নিরে।
আসন্ন যুগে আমার কলমে বিস্ফোরণের দাবি
রচনা করেছি বারুদের ঘর
তোরা সব কিছু তাতে পাবি।
ওরা বিদ্রূপে আর বিদ্রোহে ভরে যাক্
ওরা মিনারের পরে সাজাক নতুন থাক্।
আমার কবিতা নয়রে মুখের বুলি
আমার পিছনে যত বোমা বারুদের গুলি।
জন্ম যখন যন্ত্রণা কাতরতা
মরণ যখন পূর্ণ নীরবতা,
এই ব্যবধানে আজিকে সহজেই ধর অস্ত্র
বুর্জোয়া আর পুঁজীপতি যখন—
কেড়েছে দৈন্য বস্ত্র।
আর নয় সেই সময়ের অপেক্ষা
এবার হবেই মৃত্যু পরীক্ষা।
বিস্ফোরণের চরম উৎসব পুঞ্জীভূত,

পশ্চিমে বিশাল বপু অন্ধকারে দাঁড়াল,
হিংস্র মেঘদূত।
নিপীড়িত আর শোষিত ক্রোধে
হয়েছে সমুত্থ্যত।
গণহত্যার বিচার হবে আমাদেরই আদালতে,
রক্ত হিসাব করেছি আজিকে
যত শোষিতের ক্ষতে ॥

মার্কস

তুমি সর্বহারার ভগবান তুমি শুনেছ যুগের বাণী
হাজার হাজার কত সে যুগের কত যে মানুষ
এতকাল পদানত, দিয়েছে রুধির ছড়ায়ে
কত ধনতন্ত্রের দেহে।
হাজার চাবুকে কত ক্রীতদাস
সমুদ্রে পর্বতে অসহায় হয়ে
রয়েছে লুকানো। এখন খুঁজলে পাওয়া
যায় তাদের গোপন হাত ভরা ইঙ্গিত।
কেউ বোঝেনি সর্বহারার ভাষা।
তুমি আল্পস পর্বত। উচ্চ শিখরে
ধ্যানস্থ সর্বহারার কাপালিক। আহতের ব্যাথা।
তুমি নিশ্চল, সনাতন চির শাশ্বত,
জন মানবের অন্তর ধ্রুব তারা
তোমার হিংসা, বুঝেছি সে তো
ব্যক্তি হিংসা নয়, তোমার হিংসায়
উজ্জ্বল ফুটন্ত সৃষ্টি।
তুমি প্রভাতের স্নিগ্ধ শিশিরের কনা
সন্ধ্যার ধ্রুবতারা।
কত কাল সরে গেছে
এখনও দাঁড়ায়ে পিরামিড
এতটুকু তার খসেনি কোনা
তুমি ত্রিচূড় মাথার কেন্দ্র।
তুমি আমার তুমি সবার
তুমি বিশ্বের ভগবান।

তাই তোমাকে সবার প্রয়োজন,
চিরকাল যদি পাথর গুনে যাই
তবু হবে না আমার গোনা
এ জীবন যাবে ক্ষয়ে
পিরামিড রবে দাঁড়ায়ে,
কত যুগ গেছে কেটে এখনও তুমি
চির উন্নত, আমার হয়নি কিছুই জানা,
হবে না কখনও শেষ, তুমি দিগচক্রবাল
তুমি অদ্ভুত তোমাকে হবে না জানার শেষ
তুমি স্বপ্নই হয়ে থাকবে।

লেনিন

হাজার সূর্যের ভাস্বর তুমি উদ্দাম অচঞ্চল
লক্ষ কোটী জীবনের রক্তের অঞ্চল।
রাশিয়ার ঐ পথে প্রান্তরে
রক্ত যেথায় উত্তাল ভরে
জমায় যত রক্ত-লোলুপ সিংহ দল
হাজার সূর্যের ভাস্বর তুমি চির চঞ্চল।
তপ্ত বাতাস চঞ্চল শুধু মত্ত ঝটিকা মত
লেনিন মরেছে লেনিন হয়েছে হাজার হাজার
কত শত।
কত বার ওরা হিসাবের খাতা
খুলিতে খুলিতে ছিঁড়িয়াছে পাতা।
কোটী কোটী বীর হারাইয়া ওরা উন্মাদ উৎখল
হাজার সূর্যের ভাস্বর তুমি বীর হে চির চঞ্চল।
বিপ্লব ঐ সুর, বেজেছে উঠিয়া উন্মাদ ভৈরবে
গাঢ়রক্ত হাতের তালুতে আনন্দ উৎসবে।
লেনিন এনেছে সর্বহারাদের
দাবী আদায়ের শক্তি
ধনিক তন্ত্র বন্ধ করেছে
হীন দীনে আছে ভক্তি।
লক্ষ কোটী জীবন জড়ানো রাশিয়ার দিকে দিকে
দীনতা মোদের দুর্বলতা নয় নিয়েছি যখন শিখে।
এক লেনিনের নয়রে রাশিয়া কত শত শত......শত
এখনও বাতাসে শোনা যায় লেনিন রক্ত ঝরাতে রত।
কমরেড্ তুমি বীর তুমি শাশ্বত উদ্দম
হাজার সূর্যের ভাস্বর তুমি বীর হে চির চঞ্চল
বীর হে চির উজ্জ্বল॥

নকশাল

ক্ষুধার্ত বাতাস গুমরি উঠিছে মহাউন্মাদ উৎসবে
চারিদিকে শুধু বিক্ষত আর বিধ্বস্ত জঞ্জাল
তপ্ত শোনিত টগবগ আর উন্মাদ কলরবে,
ঢুকেছে যেখানে শ্রমিক কৃষক রক্তে করেছে লাল
কতকাল ধরে সহিষ্ণুতার দিয়েছে পরিচয়
মৃত্যুকে তারা করেছে কখনও ভয় ?
তাদের উপরে কতকাল ধরে কত যে নির্যাতন
ভেবেছিল ঐ শোষক শ্রেণী চির শাশ্বত সনাতন।
কিন্তু হবে না আর। জমেছে কত যে হাড়
গিয়েছে কত যে মৃত্যুর সাথে মর্ত্তের পারাপার
হিসাব রেখেছে তার ?
চিরকাল ওরা পাশবিকতার কণ্টকে হয়রান
দেখেছিস কত মৃত্যু পাহাড় হবে নারে অবসান.
ঝড়েব রাতের সুযোগে তোবা করেছিস সংহার
মৃত্যুব বাধ বেঁধেছিস তোবা গোপন চক্রাকার,
তবে তোরা পাবি না কখন পার,
হিসাব চাহিব জনমে মরণে ছাড়িব না কভু আর।
ভেবেছিস তোরা পশিবেনা কেহ
ভাঙ্গিব সিংহদ্বার।
চারিদিক হতে নকশাল বাড়ী
একটি সে ধ্বনি ওঠে
যত শ্রমিক কৃষক মজুতদার
যারা মৃত্যুর কোলে ছোটে।

শুধু হিসাব-চাহিব বিক্ষত দেহে
নাহি অবসাদ নাহি দরিদ্র গেহে
প্রজা নহি মোরা দীন ভিখারী ?
ছুটেছে রক্তে শ্রমিকের দল ;
বাতাসে ভেসেছে নকশাল্ বাড়ী
উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ শ্রমিক ভাই
ছনিয়ার মজুর ভাই,
আজ নকশাল বাড়ী কাল পৃথিবী
জানাতে এসেছে খাবার ন্যায্য দাবী
তাইতো সাজা এমনি তোরা পাবি
এমনি কি প্রতিকার ?
মেক্সিকো-সেই রক্ত স্রোত
রাশিয়া ইন্দোনেশিয়া
ভিয়েতনামের সংগ্রাম আর বর্ত্তমানের
ভারত, ভীষণ সে এক উগ্র বাতাস
সব মিলে আছে দাবী,
ভারতের আজ দিকে দিকে গেছে
স্ফুলিংগের আস্বাদ
কৃষক শ্রমিক মজুতদার, উকিল, ব্যারিষ্টার
কেউ যায়নি'ক বাদ।
কানে কানে আজ সন্ত্রাস জাগে
নকশাল, নকশাল
ছনিয়ার দীন দরিদ্র মানুষ
এক হাতে বোনো জাল
শুধু নকশাল নকশাল।
ক্ষুধার্ত্ত বাতাস আর কাঁদে না কখন আর
পড়ে সেই মেক্সিকো আর রাশিয়াকে বার বার।

যে সদ্য শিশু নিঃস্ব হাতে
এসেছে জানাতে দাবী,
কারা যেন শুধু দৈবের মত বল্লে।
তুই ও শাস্তি পাবি।
তার দেয়নি'ক স্থান
দেয়নি'ক জল অন্ন বস্ত্র
শুধু দৈবের বাণী শোনাল
তাহারে অমোঘ অস্ত্র।
অসহায় কত নরনারীকে
নকশাল বাড়ী নামে
করেছে হত্যা ফেলেছে গঙ্গে
বেচেছে তাহার কুকুরের দামে।
আজ হোক না যতই গুলি
অন্যায় মোরা কখ'ন করিনি
কত বন্যা প্রচণ্ড ঝড় সাইক্লোন
টর্পে'ডোতে কখন মরিনি।
যদি ক্ষুধার জন্য ছুটে যাই রাজকোষে
যদি না পাই ক্ষুধার বস্তু উঠবই রোষে।
আর যদিবা অস্ত্র বর্ষণ করে দেহের পরে
নয় যদি ওরা মৃত্যু মোদের উজাড করে
তা হলে বুঝব ব্যবধান আজ ওদের তরে।
ধনী দরিদ্র মুচি ব্রাহ্মণ রক্তের সাথে লেখা অক্ষরে॥
যদি বা বজ্র মাথার উপরে নাইরে ভয়,
তখন শুধু দুনিয়ার মাঝে নকশালবাড়ী এই পরিচয়।
শ্রমিক তোমার রক্তে মেশান
মেক্সিকো আর নকশাল বাড়ী

রাশিয়া ভারত চীন ভিয়েৎ
রক্ত সেলাম সারি সারি।
তুমি স্তিমিত তুমি হিংস্রক
কে বলে তোমাকে হিংস্রক
তুমি উদ্দাম তুমি চঞ্চল কেবলে সর্বভুক !
তুমি আর ও উচ্চ কণ্ঠে জানিয়ে দাও
মহা সংগ্রাম সংগ্রাম
তোমার রক্তে সারা পৃথিবী
রক্তের দেবে দাম।
তোমার রক্তে মিশে গেছে আজ পৃথিবীর পরিচয়
তুমি বিতর্কিত তুমি চিরকাল সংশয়।
রক্তে উঠিছে, নকশাল বাড়ী
মর্মে মর্মে গুমুরী
মৃত্যুর সাথে তোমার মত আমিও লড়িতে পারি।
সেলাম বন্ধু সেলাম,
তুমি ক'রো সব প্রতিকার
সেলাম লক্ষ বার।
তোমার বারুদ একদিন হবে
লবে সৃষ্টির ভার ॥

ফাঁদ

আজ মৃত্যু !

বিষাক্ত বাতাসে সেই নির্মম কঠিন অত্যাচার

যন্ত্রণা কাতরতা, হিংসা নয় হত্যার নিপুণতা

ঐ যে ধূর্ত প্রবঞ্চক চেয়েছে তাকায়ে পথে

শুধু সে জেনেছে মৃত্যু

দিনে দিনে কত লাঞ্ছনা দিয়ে করেছে আঘাত

কোন দিন তারে করিনি নিষেধ।

কেঁদেছি অঝোরে,

কত দিন হল জীবন আমার !

এখনও পাইনি পৃথিবীর এক কোনা

মায়ের কঙ্কাল সার বক্ষ স্তন

যেন পাঁজড়ার কাঠি

তাতেই জীবন আঁকড়ি।

তাই তো শীর্ণ দুর্বল আমি

মৃত্যু লোলুপ নেত্রে

মৃত্যু তোমায় ধিক ! লজ্জায় মরি

তোমার হীনতা দেখে।

শহীদ

অশান্তির দমকা হাওয়া জেগে উঠল
আদমিকতার হিংস্র রূপে,
উদ্দাম চঞ্চল পাশবিক অত্যাচারে।
ক্ষেপে উঠল সারা শহরের মানুষ,
মৃত্যুর ঝুঁকি অত্যাচারের বেদনা
মুহূর্ত্তের অন্যায় আঘাত।
যুদ্ধ, চারিদিকে শুধু হাহাকার
বদলা নেওয়ার গুমরিত ক্রন্দন।
পথে ঘাটে শ্মশানে জনতার ভিড়।
দৃষ্টির পথে মৃত দেহ, অস্ত্রের রণরণী।
শক্তির আভিজাত্য, হিংসার প্রমত্ততা
মৃতের রক্তে স্বর্ণ সিংহাসন।
কে কারে করেছে হত্যা ? কে তার রেখেছে হিসাব
শুধু দেওয়াল লিখন "ভুলি নাই"
এতো কপর্দকতা, সান্ত্বনা।
সংঘ বদ্ধ মিছিল শত কণ্ঠের ধ্বনি
বদলা নেব।
গাড়ীতে ভর্ত্তি লাশ ওঠে তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস
সহস্র বেদনার্ত জনতার মিলিত নাসিকায়,
মিছিলের পর মিছিল,
দৃষ্টির পথ রুদ্ধ, হতাশা আবেগ
বেদনা তবুও বদলা।

শ্মশানে ভিড়, জনতার ভ্রুকুঞ্চ হাসি
শহীদে শহীদে ভরে যায় শ্মশান,
লাইন পড়ে ;
মাতার ক্রন্দন পিতার আর্তনাদ
যেন ক্ষিপ্র ব্যাঘ্র, মহা উন্মাদ
তবু সেই ধ্বনি বদলা।
এখনও বদলা হয়নি শেষ ?
শ্মশান যে পারে না বহিতে আব।
পথের দু'ধারে রক্তের ধারা
শহীদের তাজা রক্ত দেখে
মনে হয় মানুষের সংজ্ঞা কি ?
মেলেনি জবাব।
উন্মাদ হয়ে ছুটেছি তাদের পিছনে।
শ্মশানেব ধারে শক্ত জনতার ভিড়
তাদের তপ্ত বাহুতে হিংসা ওঠে জ্বলে,
আমাবও মনে হয় বদলা, বড় দুঃখে।
কাদের উপরে ? বদলাতে তো শহীদ ;
আবার বদলা আবার শহীদ !.
যতবার ঐ রক্তের স্রোত দৃষ্টির
পথে ততবার হিংসায় উঠি জ্বলে
নারী কণ্ঠে গৃহ কোনেও শুনি বদলা,
তাই মিছিলের শেষে পিছিয়ে পড়েছি
এ বদলা হবে না শেষ
এ শহীদ হবে না শেষ,
দুষ্টু বুদ্ধি নেতাগুলো শিখিয়েছে
বদলা নিতে মায়েব পেটেব
ভাইয়ের উপর।

এরা শক্তি বড়াই করে
আর শহীদে ভরায় শ্মশান ॥
শ্মশানের ধারে প্রতি দিন
লাইন পড়ে যায় শহীদে
বড় ধিক্কার ওঠে মনে,
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কর এর প্রতিকার,
হিংসা নয় মৈত্র, ধ্বংস নয়
উদ্ভাবন। দেখ কাদের ব্যঙ্গ অট্টহাস্য
কম্‌রেড শ্মশানের ধারে ভিড়
এ শহীদে হয় না বিপ্লব,
এতো তোমার ভাইয়ের রক্ত,
রক্তের দাও সম্মান।
বদলায় কখন হয় না বিপ্লব
শুধু শ্মশানে শহীদ বাড়ে।

ওপার

একটু হবে ঠাঁই !
না হয় তোমার উঠতে হল একটু খানি তাই।
না হয় হবে একটু খানি কষ্ট তোমার হবে জানি
আমি ছাড়া আমার কাছে আজকে কিছু নাই
আমার যেতে হবে অনেক দূরে
তিরপূর্ণির ওপার ঘুরে,
না হয় হবে কারো সাথে আমার দেখা আজ
নাই বা নিলাম সঙ্গে আমার ছিন্ন বসন সাজ।
একটু যদি সরে সরে নাও গো যদি আপন করে
দাও গো যদি এই আঁধারে
একটু খানি ঠাঁই।
আমার অশন বসন নাই হে কিছু
যেতেই হবে তোমার পিছু,
একটুকু এক জায়গা পেলে
তবেই আমার ঠাঁই।
আমার ভাবনা কিছু নাই।
আমি সঙ্গীহীনা চিন্তা কিছু নাই॥

পরাজয়

ইছামতী তোমার কল ধ্বনি শুনি
তোমার কোলে ব'সে।
তুমি তরুণের প্রাণ, শক্তি
তরুণ দলের।
তুচ্ছ কর সব কিছুকে,
ভাঙ্গতে পার প্রাচীন কুসংস্কারকে ?
পুঞ্জীভূত মিথ্যা আভিজাত্যের বোঝা
নামাতে পারো।
তোমার শক্তি দুর্বার, তুমি মহান।
সেই কলধ্বণি ইছামতী
তুমি তরুণ দলের বল
আলোর রেশ
তুমি চলেছ কোথা !
তোমার দু পাশে সবুজ বনাণী
তোমার উত্তাল ঢেউয়ের ঝুটি মুচড়ে
ভেঙ্গে দিতে চায়
দেখেছি সেই তস্কর কে, ওরা সুন্দরকে
করে বিনষ্ট।
তবু পারল না শয়তান ডুবে
মরল তোমার জলে।

মেঘ কেটে গেল

আগমনেই বুঝেছি তার সৃষ্টির রহস্য
জ্বালিয়ে দিয়েছে রুধির খোয়ায়ে
রক্ত প্রদীপ।
হাসেনি কখন উচ্ছল হাসি
কাঁদেনি কখন বেদনায়
হিংসা উঠেছে জ্বলে ষড়রিপুর আন্দোলন।
বার বার মাথা কুটে মরে
জঠর অনল দহনে।
শুধু কি একা ! শত শত ব্যথা
পুঞ্জীভূত জমায়েত পাঁজড়ায়
দীন মজুরের ঘরে।
হিংসা দিয়েছে ঠেলে,
প্রেরণায় বাঁচবার।
পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ
ছট ফট্ করে মরে।
হঠাৎ এক দিন বৈশাখ তপ্ত রোদে
সাদা মেঘ ফেটে খান্-খান্ হয়ে গেল।

"ভুলি নাই"

কমরেড ! ভুলি নাই কম্‌রেড ভুলি নাই ভুলি নাই
আমার আঁখির পাতে যত ব্যথা আছে কোন ব্যথা
তুলি নাই।
বাহু দিয়ে যারে বেঁধেছিনু কবে
দুটি কথা শুধু হয়েছিল সবে
সে তো আর নাই আর নাই।
কম্‌রেড ভুলি নাই, ভুলি নাই ভুলি নাই।
ভ্রুকুটি কুঞ্জ করিয়া ইঙ্গিত দিতে চাই
পরিহাস যেন নিঠুর বাক্যে কাঁদে
এই কথা ভাবি নাই।
ফাগুন রাতে অলস ক্ষণে তোমারে কি খুঁজিনা ?
নিঠুর শাসনে রিপুর তাড়নে তোমাকে কি বুঝি না ?
দেওয়ালে তোমার নামের বাহার
এ দিন পঞ্জিকা রচেছে তোমার
আরও কথা দিয়ে সাজাতে তোমাকে চাই।
কম্‌রেড ভুলি নাই ভুলি নাই।
আপনাকে তুমি আপনি চেন না জানি
ভাষায়েছ প্রাণ সংগ্রামে তাহা মানি,
মৃত্যুর পরে বিদ্রোহী হয়ে থেকো
আমি যাব আমার স্থান
সেথা কিছু তুমি রেখো ॥
ভুল ক'রে যেন মৃত্যুর পরে চুপ করে থেকো না
নিপীড়িত আর বঞ্চিত ক্রোধ সহজেতে ভুলো না।

মৃত্যু যখন হবেই জানি
মৃত্যুর স্বাদ তোমাদেরও দানি।
মৃত্যু মোদের শিখাইছে
ধ্বংসিতে শয়তান
রক্ত হিসাব আজ নয়
আগে কর খান্-খান্।
কম্‌রেড কস্তুরিসম গন্ধ দেশে দেশে খুঁজে পাই
তোমার দ্যুতি তুমি ইতিহাস আমি কিছু দিতে চাই
ভুলি নাই ভুলি নাই।

সজনে পাতা

সজনে গাছের ডালটি ভেঙ্গে গরুর মুখে
ধরতে বাঁধে না, ভয় ও লাগে না
মালিক তত কড়া নয়। একটা ডাল
ভাঙ্গলে গজাবে আর একটা সত্বর।
মালিকের হাতে পোঁতা নবাব পছন্দ
আম গাছের কোন ছোট ডাল ভাঙ্গলে
মালিক আসবে তাড়া করে।
সেখানে যত্ন আছে
এটা আর অবহেলার সজনে ডাল নয়।
ছেলেটার বাবা ছিল মা ছিল না
বৃহত্তর দিনের অল্পাংশ কাটত রাস্তায়
বক্তৃতা দিতে দল পাকাতে ওস্তাদ।
কোন দিন খাওয়া জুটত
কোন দিন অনাহারে যেত কেটে।
কে তাকে ডাকবে একবার……
এই কষ্টের জন্যে তার মনে ব্যথা ছিল না।
হেসেই কাটত দিন
ক্লাসে ও ছিল ভাল ছেলে
না পড়ে যেত স্কুলে।
অভাগার দুঃখ নানা দিকে
বই পাবে কোথায় ?
দেখে নিত একবার মাষ্টার আসার আগে।

হারিয়ে ফেলত মাঝে মাঝে নিজেকে
রাত কেটে যেত কোন
পরের বাড়িতে।
সে তো সজনে গাছের কচি পাতা
তাকে ছিড়বার ইচ্ছা সকলের!
স্বার্থবাদী মানুষগুলোর
রসনা ঝুলে পড়ল
সজনে পাতার রস আস্বাদনে.
এক দিন ছেলেটা প্রাণ হীন দেহ নিয়ে
শ্মশানে জ্বলন্ত কাঠের উপর
শুয়ে পড়ল, যেন ইংগিতে বলল
রস আস্বাদন কর
আমি পুড়ছি।

বারুদের কারাগারে

আমার আজিকে সময় এসেছে জানার
সুখ দুঃখ প্রেম ব্যথা যন্ত্রণা
নাই যে সময় মানার
আমি রব এক ক্ষুব্ধ জনতা মাঝে
স্ববেগে আবেগে দাঁড়াব প্রতিটি সকাল সাঁঝে।
যেখানে মৃত্যু পাহারা রত
যখন মরনই আমার ব্রত।
তবু জেনে যাব কত ইতিহাস
ঐ ভিড়ের মৃত্যু রাশ,
সে হোক না মৃত্যু নয়রে তাদের ক্ষতি
রুধির ক্ষয়না এ সংগ্রামে এক রতি।
বিদ্রোহ যদি ঘরে ঘরে আজ জাগে
রক্ত যদি বুলেটের মত লাগে
রক্ত বীজের বংশে সৃষ্ট হয় নাকো কোন ক্ষতি॥
এসেছি আজিকে তোমাদের সাথে
তোমাদের কাছে মিতালি পাতাতে।
সাবধান কিছু আশ্বাস দিতে চাই,
আমি তোমাদেরই ভয় নাই ভয় নাই।
আমার জন্ম বারুদের কারাগারে
এসেছি আজিকে আপনাকে চিনিবারে।
ক্ষুব্ধ জনতা শানিত অস্ত্রে যদি
মৃত্যু দুয়ারে না দাঁড়ায় নিরবধি

দুই হাতে তারে পাশবিক ভাবে
রক্ত ঝরায়ে দু-হাতে মাখাবে।
মিলে মিশে তারে বধি ॥
ভিস্যুভিয়াস তুমি দেখেছ কখন ভাই?
যেন সে স্তব্ধ পরিচয় তার নাই।
কত লোক গেছে হেঁটে
তারই পরে বসে কত জীবন গিয়েছে কেটে,
শুধু বলে যাই অজ্ঞাত আমি থাকি
আমাকে চিনিতে আজও আছে কিছু বাকি ॥
আমার জন্ম বারুদের কারাগারে
আলো নাই ভয়ংকর অন্ধকারের পঙ্কিল দরবারে
তোমরা আজিকে মৃত্যু ছড়াও
নব যুগের হবে না পরিবর্ত্তন।
জীবনে মরণে রক্ত স্বপ্ন দেখে
গড়ো এক বীভৎসতার পণ।
জন্ম যখন বিস্ফোরণের কালে
রুধির খোয়ায়ে জয়টিকা লব ভালে।
আমি চলে যাব একদিন
যখন থাকবে না কোন ঋণ
যখন থাকবে না ক্ষুধা তোমাদের জঠরে
যখন স্বাধিকার পৌঁছে যাবেই ঘরে ॥

ঋণী

বন্ধু ! আমি আজ ঋণী তোমাদের কাছে
তোমাদের দরবারে
তোমাদের চোখ দেখেছি বন্ধু !
ইংগিতে বারে বারে ॥
কত ঈর্ষা কত হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষে ভরা
মনে হয় যেন তোমাদের দেহ কঠিন পাথরে গড়া
মাঝে মাঝে যাই থেমে
অশ্রু ভাষাই গহণ নিশীথে
তাই উঠি মাঝে ঘেমে ।
বন্ধু তোমবা আমাকে খুঁজেছ কত
পাওনি তোমরা ? আমি তোমাদেরই পাশে রত ।
বন্ধু ! ভুলিনি, কত কথা রাখি মনে
কত ব্যথা নিয়ে আবেগে কাতরে
কত যন্ত্রণা চেপে, রাখি সংগোপনে ।
গিয়েছি পালিয়ে দূর হতে বহু দূরে
পথে প্রান্তরে অরণ্য বনে কত যে বেড়াই ঘুরে,
আমি শুধু ঋণী তোমাদের কাছে
এই মোর পরিচয় ।

জনতার কাছে

আমি দেখেছি তোমরাও ধ্রুব তারা
তবে কেন ভয়ে মাঝে মাঝে যাও ডুবে
খুঁজেছি সৈকতে দাঁড়িয়ে,
. পাহাড়ের পরে সুদূর নীলাকাশে।
এক বিন্দু রক্ত যেনো বিশ্ব ধ্বংসে লাগে
অনিবার্য্য, রুধিতে পারে না কেউ।
একটি নিউট্রন ? পবাজিত হয়
এক বিন্দুর কাছে।
তবে কেন মূল্য দেবে না তার ?
দাঁড়াও মনটাকে কর দৃপ্ত
চৌখস, চাই স্থির বুদ্ধি,
দাঁড়াও শত্রু নিধন দরবারে।
শেষ রাতে দেখ সূর্য্যের ইংগিত ॥
গগণে যখন প্রলয় ঝঞ্ঝা ওঠে
দিবা নিশীথে হয় না তো অবসান,
কত গ্রহ মরে ঐ মানুষের চোখে
কিন্তু ? একটি সে ধ্রুব তারা
উজ্জ্বল জ্যোতি স্থির প্রতিজ্ঞ।
সে তো হিমালয়, কত বিপদ চতুর পাশে
তারা ভয় পেয়ে ছোটে
তবু · · ধ্রুব তারা নড়ে না।
ঐ তাজা রক্তের জোয়ারে ভাষাও দেহ
মলিনতা কর দূর।

ঘরের মধ্যে কীট, খোঁজ করে সব দেখ,

দু হাতে সরাও জঞ্জাল।

ওরা কুরে কুরে ধ্বংস করে

এ প্রতিজ্ঞা কর জীবনে, সবার ও সব কীট।

এ আশা রাখি জনতার কাছে।

ইটিণ্ডা

প্রণাম, প্রণাম, ক্ষুদ্র উপহার আমার জন্মভূমী
নিও তুমি, তোমারে যে আমি চুমি
ভেবেছি তোমাকে মেলাব আমার কবিতাতে
বাঁধব ক'সে সরে
পদ্যতে তুমি এস মা
গদ্য দাঁড়ায়ে দূরে
তোমার বায়ুতে দেখি নতুনের সন্ধান
তোমাকে ছেড়েছি কত দিন
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে আছে যত ধিক্কার
যার জীবনের পরিমাপ করিনি কোনদিন।
হয়ত এ জীবন কুলাবে না।
তাই চুপ হয়ে গেছি, নীরব স্তব্ধ,
নিশ্চল ভগ্ন স্তূপ।
তবু মনে পড়ে ঐ ছোট্ট নদীর কথা
ইছামতি তুমি, তোমার গঞ্জ ইটিণ্ডা
স্বরুপ নগর পাণিতর কাটিয়া
যার দিকে দিকে
বেজে ওঠে আনন্দেরি ভেরী।
তোমার দুর্যোগ রাতের আঁকা বাঁকা স্রোত
ও পারের দাশু পাটনির হাক
কত জীবনের পরিচয় তোমার স্ফীত বক্ষ পরে।
তুমি তো আমার মা
আমার জন্মভূমী।

শপথ

আমি ব্রহ্মচারীর দলে
না না আমি কাপুরুষ নই
আমি যাব না অমন ছলে।
আমি ব্রীড়িত কন্যা হব
আমি ব্যোমকেশ হতে পাতালে পশিব
উন্মাদ হয়ে জীবনে জীবনে,
সব কথা সব কব।

আমি সংস্কারহীন অনার্য নই
যে কথা বলিব মুখে
বিন্যাস তার করিবে শ্রমিক, ব্রাত্তীন, মজুর
রবে তারা চির সুখে।
আমি শিলাতল থেকে নরকের দ্বার
চিৎকার করে খুঁজি শবাধার।
শিলালিপি মোর লিখে দেবে শুধু
আমি ছলনার দাস নই,
না না আমি সব কথা মুখে কই।
বিষাক্ত আমি শিলা-কুট্টক
উষ্ণীষ করি উচ্ছেদ।

সব লেখা আছে ভূর্জপত্রে
কোন কিছু নাই খেদ।
আমি যন্ত্রণা দেখি কত যুবকের
তারা কুলাঙ্গারই শুধু রবে।
এরা কি শুধুই বোমা পিস্তল
মানুষ কি নাহি হবে?

ঠিক আছে, বিচার এদের কর,
কারা বিচারক ? বিচারের মনধর।
দালালবাদের দিন চলে গেছে
মুণ্ড তোমার যাবে
কারা দোষী বল ! নচেৎ
শাস্তি পাবেই পাবে।

মনে আছে আজও ভুলিনি তোমাদের সেই কথা
অযথা · অযথা · শুধু মৃত্যুর গোপনতা।
আমি ভুলি না ও সব জীবনে মরণে
আমি আঁধারের হাত ধরি
তবুও লড়িব রক্ত খোয়ায়ে
যদিও ব্যথায় মরি ।।

আমার চোখের সামনে ধরেছিস
ঐ লোহা পেটানোর টুটি
আভিজাত্যের বড়াই দেখাস
ছিল তার কোন ত্রুটি ?
সাবধান ! আমি হিংসায় আছি জ্বলে
আর না পারিব যন্ত্রনা নিতে এবার দিতেছি বলে।
আমার দেশের প্রতিভার কেন
মৃত্যু ঘট্‌ছে জানিস ?
জানিস, জানিস, শুধু তোরা
এখন ও পথ ছাড়িস।
নচেৎ আবার বিস্ফোরণ
আমি ব্রহ্মচারী নই
না না, আমি হিংসার বিভীষণ।

আমরা পতিত কভু না কখনও হব
আমরা বাঙালী বলীয়ান জানি
এক আশমান তলে রব।

আমরা জেনেছি স্বৈরাচারিতা
কত মন্ত্রীর ধর্ম
কত বিদূষক কত চটুলতা
কত যে কীর্তি কর্ম।
হাসি পায়! তাই মাঝে মাঝে উঠি ক্ষেপে
ছুটে যাই ভাবি শেষ করি মনে না রাখিব ছেপে
না···না···আমি ব্রহ্মচারী নই
আমি সব কথা মুখে কই।

পাগল! না-না আমি বিভীষণ
চাই, চাই আজকে বিস্ফোরণ।
নচেৎ বাঁচা তো হবে না আর—
তাই পথে ঘাটে মাঠে এখানে ওখানে
দেখি হাজারে হাজারে শবাধার
নাই কোন প্রতিকার ॥

যারা বিচারক আমি দেখেছি
তাদের চোখের চাহনি
আগে তাদেরই হত্যা কর
ধর আর দেরি নয়
আগে তাদেরই সজোরে ধর ॥

দেখ পৃথিবী কত সুন্দর
কেউ নয় কারো পর :
সব যাবে থেমে
শুধু রবে হাজার হাজার মিরজাফর
তাই বিষে বিষিয়ে ওঠে মন,
পারি আর কতক্ষণ,
ওলট পালট অনুভূতি বশে
বলে নেই সারাক্ষণ ॥

অনেক দেখেছি ব্যথার বেদনা
বিশ্বের ঘরে ঘরে—
যারা কাপুরুষ হয়ে ধরে না অস্ত্র
তারাই অগ্রে মরে।

সাম্রাজ্যবাদের শেষ কথা যদি
মুছে ফেল ইতিহাসে—
ইতিহাসে আর রবে না অতীত
সাম্যবাদের পাশে।
তাই আমি বিভীষণ
বড় বিশ্রী জানি সব ভাই
তাই তো বিস্ফোরণ।
আমি তোমাদের সাথে অশ্রু ভাষাতে পারি
বাঁচার তাগিদে হতে হবে ভীষণ পাপাচারী।
ছাড়িব না কারো, পরাণ জিয়াতে
লব সব কিছু কাড়ি।।
আমি প্রচণ্ড পাপাচারী।
আমি সব কথা মুখে কই
না-না আমি ব্রহ্মচারী নই।।

"ভেড়ে ভলকানো"

আমরা সবাই মৃত আগ্নেয়গিরি।
দীপ্তি আছে, রোষ আছে, বহ্নি আছে,
আছে সৃষ্টির যন্ত্রণা।
দামালার দার্ঢ্য প্রাণের উৎসব,
আনন্দের ফোয়ারা। উদ্‌বুদ্ধ জগতের
জীব। স্নেহের ভাণ্ড, দৈন্যের যন্ত্রণা
আনে বিশ্বের মৃত্তিকায়।
আমরা যুগের শিকার, তাই মৃত
আগ্নেয়গিরি। যুগের সূচনার
অভিশাপ, দহনীয় আজ শিরায়
শিরায়, বাধ্য যন্ত্রণার জ্বালা বইতে
অভিশপ্ত আগ্নেয়গিরি।
দায়াদ, হ্যাঁ হ্যাঁ পূর্বসূরির কৃতকার্য্য
আমরা, পাপের অংশিদার
তাই শিকার এ শতাব্দির সূচনাতে।
উপায় হীন! এ আগ্নেয়গিরির
ফুটন্ত লাভা স্তব্ধ, আশমান
ঢেকেছে তার জ্বলন্ত গুমরিত অবয়বকে।
দাম্ভি তাই আজ অসহায়।
প্রকাশ ওদের ওখানেই, চেপে
হত্যা করা হবে, সূচনাতে। প্রতিভার
মৃত্যু চাই। তাই চলছে। দেহটির সমস্ত
বুকের পাঁজড়া জ্বলে গেল, পলতের শিখা
স্তব্ধ, আমরা আগ্নেয়গিরি, যুগের শিকার
মৃত, অভিশপ্ত, দায়াদ॥

আমার আলো

আমার আলোর খোঁজে আমি সুদূর
জাপানী রমণীর ঘরে,
হয়ত আরও দূরে এক পাহাড়ের শেষে
যেখানে সূর্যের রূপ এসে পড়ে
রূপসী চঞ্চলা যুবতীর মত।
খুঁজেছি কত, সমুদ্রের বেলা ভূমীতে
রোদ যাওয়া গোধূলি ঢেউয়ের উপর,
প্রত্নতাত্ত্বিকের মত বসুন্ধরায়ও খুঁজেছি কত !

ভাষার কোন ইংগিত নেই,
অস্পষ্ট কুয়াসা ভরা ঘুম ঘুম চোখে
কিম্বা ঘন বরষার পূব গগনে।
আহত বিহঙ্গের মত ফিরে এসেছি।।
অগ্রাণের শিশির পড়া ঘাসের পাশে
চুপ হয়ে শুয়ে আছি।
রূপের ঝলকে আলোর নেশায়
সারা রাত মদ খাওয়া মাতালের মত।
বনানীর গহন হৃদে তাও ফিরে এসেছি।
এক দুষ্টু মেঘের খেলায়,
ভাষা নেই ছেয়ে ধরল আলোর রেশ
তার বেঁধা হরিণীর মত ছুটেছি।

আলোর নেশায় আর এক লজ্জা ঘেরা
সমুদ্রের তীরে, গোপনে হাত বাড়ায়েছি তার
স্ফতি বক্ষপরে, সাজান দোদুলমান কেশরাশি
যুবতীর সাদা সিঁথির মত।

ফাঁক কোরে ঢুকেছি তার বন্ধুর বক্ষ ধ'রে
আলোর খোঁজে।
কত যুদ্ধ জয়ের নেশায়,
মাতালের মত কোমর ধরেছি জড়ায়ে
ডুব দিয়েছি আলোর নেশায় যোনীর মধ্যে
কী অন্ধকার, রক্তাক্ত দেহে ফিরে এসেছি॥
রক্তের আলপনা পরায়েছি সাদা ফেনিল
যুবতীর সিঁথির পরে,
আমার রক্তে দেখেছি আলো ·· লাল আলো
আলোর সাদা সিঁথিতে।

—০—

"মন্দিরা"

পৃথিবীর পথে আমি খুঁজেছি কত
আলো আধাঁরের দেশে,
গ্রীণলাণ্ড হতে জাপান জার্মাণ রাশা—
ভারত বাংলাদেশ
আরও দূর এক পাহাড়ের গোপন গুহায়॥
কোথাও পাইনি শান্তি দুরন্ত ঝড়ের
সাথে পাখীর ডানার মত, অকাতরে
জানায়েছি ব্যথা; বৃষ্টি ভেজা
মাঘের শীতের রাতে॥
নাম তার ঠিকানার সাথে
পৃথিবীর কাছে পরিচয়,
মনে আছে ক্লান্ত নয়ন তার, এলানো কবরী

ভাষা নেই সবুজ ঘাসের মত
নীরব দর্শক ।
হ্যাঁ ! নাম তার মনে পড়ে
শাল বনে গাছের ছায়ায়
বলেছিল মন্দিরা ।
প্রভাতের কুয়াসা ভরা মটরের ক্ষেতে
বলেছিল আমি যদি হারাই কোন দেশে.
মনে আছে বলেছিলাম তোমায় নাই
বা পেলাম
তোমার হৃদয় তো আছে হৃদয়ে জড়ান—

চাপ

আমার রক্তের চাপ মাঝে মাঝে
আবেগে ভাবাবেগে অভিমানে
বেদনায় খিস্টের মত উত্‌লে উঠছে
কার অভাব, আমার !
পৃথিবীটা ভুখা, আমি কিন্তু বেদনায়
কাঁদছি না, আমি একা থাকি,
এক গ্লাস জল কেউ দেয় নি
আমি হাসব ।